কুরআনের ধারক-বাহকদের চরিত্র কেমন হওয়া উচিত?

আবূ বকর মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন আল আজুর্রী রাহিমাহুল্লাহ

◆

সংক্ষেপণ: ড. খালিদ ইবনু উছমান আস-সাবত হাফিযাহুল্লাহ

ভাষান্তর: আল-ইতিছাম গবেষণা পর্ষদ

সম্পাদনা: শায়খ আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

মাকতাবাতুস
সালাফ

সূচিপত্র

ক্র.	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	প্রকাশকের কথা	০৪
২	ভূমিকা	০৬
৩	আদব শব্দের অর্থ	১২
৪	মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন আল আজুর্রী রাহিমাহুল্লাহ -এর জীবনী	১৪
৫	লেখকের ভূমিকা	১৬
৬	কুরআনের ধারক-বাহকদের ফযীলত	২৭
৭	কুরআন পঠন-পাঠনের ফযীলত	২৮
৮	কুরআন পাঠের জন্য মসজিদে একত্রিত হওয়ার ফযীলত	২৯
৯	কুরআনের ধারক-বাহকদের বৈশিষ্ট্য	৩০
১০	যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কুরআন তেলাওয়াত করে না তাদের চরিত্র	৪০
১১	অমিয় বাণী : তেলাওয়াত হোক হৃদয়ের খোরাক	৪৬
১২	কুরআন পড়ানোর ক্ষেত্রে যেসব গুণ থাকা প্রয়োজন	৫১
১৩	শিক্ষকের সামনে ছাত্রের আদবসমূহ	৫৮
১৪	তেলাওয়াতের সময় আবশ্যকীয় শিষ্টাচারসমূহ	৬২
১৫	সুমধুর কণ্ঠে কুরআন তেলাওয়াত করা	৬৮
১৬	গান কিংবা গায়িকার সুরে তেলাওয়াত করা থেকে বিরত থাকা কতর্ব্য	৬৯

প্রকাশকের কথা

আল কুরআন হলো মহান আল্লাহর কালাম, সৃষ্ট নয়। কুরআন তার কাছ থেকেই অবতীর্ণ হয়েছে। তার কাছেই ফিরে যাবে। কুরআন আল্লাহর বাণী হওয়ার কারণে পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় বরকতের উৎস কুরআন। কুরআনের বরকতেই মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, রমাযান সর্বশ্রেষ্ঠ মাস, লাইলাতুল কদর সর্বশ্রেষ্ঠ রাত, উম্মাতে মুহাম্মাদী সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মাত। কুরআনের এই মু'জিযাই মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তার আনীত দ্বীনের সত্যতার প্রমাণ।

কিন্তু দুঃখজনকভাবে আজ মুসলিম উম্মাহ কুরআন থেকে দূরে সরে যাচ্ছে এবং পরিকল্পিতভাবে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। বাংলাদেশের মতো মুসলিম দেশের জাতীয় কারিকুলামে কুরআন শিক্ষার কোনো ব্যবস্থা নাই। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় কর্মস্থলে কুরআন জানা লোকের তেমন কোনো প্রয়োজন রাখা হচ্ছে না। ফলে ব্যক্তিগতভাবে কুরআন শেখা কিংবা জানা-বুঝার আগ্রহও হারিয়ে যাচ্ছে। কোমলমতি শিশুরা সাতসকালে বিদ্যার ব্যাগ কাঁধে নিয়ে ছুটছে কিন্ডারগার্টেন-কোচিং সেন্টারের দিকে। ফলে শিশু-কিশোরদের কায়েদা-কুরআন হাতে মক্তবে যাওয়ার সেই চিরচেনা দৃশ্য আজ অচেনা হয়ে যাচ্ছে। আধুনিক ডিজাইনে সুসজ্জিত মসজিদের তালাবদ্ধ বারান্দা থেকে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কুরআন শেখার হাতেখড়ির সূতিকাগার মক্তবগুলো। ফলত নতুন প্রজন্ম বড় হচ্ছে কুরআনবিহীন অবস্থায়। কুরআনের সংস্পর্শ ছাড়াই। যা ভবিষ্যৎ দেশ ও জাতির জন্য ভয়াবহ অশনি সংকেত।

দেশ ও জাতির কুরআনকেন্দ্রিক এই ভয়াবহ সংকট মোকাবেলায় নতুন প্রজন্মকে কুরআনমুখী করতে 'আদ-দাওয়াহ ইলাল্লাহ' ও 'উসমান বিন আফফান রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু কুরআন গবেষণা কেন্দ্র' যৌথভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সেই কাজের ধারাবাহিকতায় এই বইটির অনুবাদ সম্পন্ন হলো- আলহামদুলিল্লাহ।

উক্ত বইয়ের সম্মানিত লেখক আবূ বকর আল আজুর্রী ২৮০ হিজরীতে জন্ম নেওয়া একজন বিখ্যাত মুহাদ্দিছ। তিনি ইমাম আবূ দাঊদের ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছাত্র ছিলেন। তার লিখিত এই গ্রন্থটির কলেবর বেশ বড় ছিল। পাঠকদের সুবিধার কথা চিন্তা করে বইটিকে সংক্ষিপ্ত করেছেন খালিদ বিন উছমান হাফিযাহুল্লাহ। তার লিখিত আরো একটি বই ইলমী মহলে অনেক বেশি সমাদৃত। সেটি হলো আকীদার জগতে সবচেয়ে পুরাতন গ্রন্থগুলোর একটি 'আশ-শারীআহ'।

আল কুরআনের খেদমতে সামান্য অগ্রসর হওয়ার এই তাওফীক পেয়ে মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি। তাঁর নিকট দুআ করছি- এই বইয়ের লেখক, অনুবাদক ও সম্পাদকসহ বইটি প্রকাশ পর্যন্ত যারা যেভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। সেইসাথে এই বইকে উত্তরোত্তর কবুলিয়্যাত দান করুন। আমীন!

আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক
প্রকাশক-
মাকতাবাতুস সালাফ।

ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি কুরআন অবতীর্ণ করেছেন ও তা সহজ করেছেন এবং যে কুরআনের মর্যাদা দানকারীদের সম্মান উঁচু করেছেন। যে ব্যক্তি কুরআনকে গ্রহণ করে এবং তা নিয়ে গবেষণা করে আল্লাহ তাকে তার উপর আমল করার তাওফীক দান করে তা সংরক্ষণের জন্য তিনি তার সর্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টির মধ্য থেকে সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তিবর্গকে প্রস্তুত করেছেন। যে ব্যক্তি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, যাবতীয় কল্যাণ আল্লাহ নির্ধারণ করে রেখেছেন তার সাক্ষ্যের ন্যায় আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো হক মা'বুদ নেই, তার কোনো শরীক নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল, যিনি কুরআনের চরিত্রে চরিত্রবান হয়েছেন। আল্লাহ তাআলা মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম, তাঁর পরিবার ও তাঁর যুগের পূর্ণিমার চাঁদতুল্য ছাহাবীগণের উপর রহমত ও শান্তি নাযিল করুন।

অতঃপর কথা হচ্ছে, মানুষ কেবল তার জ্ঞান ও বুদ্ধির মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে। যার সাথে মানুষ মিশে, কেবল তার সাহচর্যেই সে শ্রেষ্ঠ হতে পারে। আর যেহেতু আল কুরআন শ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব, অতএব যার উপর তা অবতীর্ণ হয়েছে, তিনিই আল্লাহপ্রেরিত সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। আর যারা কুরআনের ধারক ও বাহক, যারা এর উপর আমল করবে, তারাই এই উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হিসাবে বিবেচিত হবে। তবে এ শ্রেষ্ঠ মর্যাদা আদব-আখলাক ব্যতীত অর্জন করা যাবে না। কেননা আদব হলো ইলমের ঢাকনা স্বরূপ। সুতরাং শিষ্টাচার শিক্ষা করা শারঈ ও সামাজিক উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে কাম্য বিষয়। প্রশংসিত কথা ও কর্মের মাধ্যমে শিষ্টাচার হয়ে থাকে। উত্তম চরিত্র গ্রহণ করার ব্যাপারে সকল বিবেকবানই একমত। এজন্য মহান সালাফে ছালেহীনদের থেকে শিষ্টাচার অর্জনের ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করে এমন

অনেক বক্তব্য এসেছে, যা কল্যাণের পথ সুগম করতে সহায়ক হবে এবং দ্বীনকে বিপদাপদ থেকে রক্ষার মাধ্যম হবে।

ইমাম নাখাঈ রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

كَانُوْا إِذَا أَتَوا الرَّجُلَ لِيَأْخُذُوْا عَنْهُ، نَظَرُوْا إِلٰى سَمْتِهِ وَصَلَاتِهِ وَإِلٰى حَالِهِ، ثُمَّ يَأْخُذُوْنَ عَنْهُ.

‘সালাফগণ যখন কোনো ব্যক্তির নিকট জ্ঞানার্জনের জন্য যেতেন, তখন তার চালচলন, তার মাঝে ছালাতের গুরুত্বসহ তার সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতেন। অতঃপর তার থেকে জ্ঞান আহরণ করতেন’।

ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ বলেন, لَا يَنْبُلُ الرَّجُلُ بِنَوْعٍ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يُزَيِّنْ عِلْمَهُ بِالْأَدَبِ. ‘কোনো প্রকারের ইলম অর্জন করে কেউ জ্ঞানী হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার জ্ঞানকে আদব-শিষ্টাচার দ্বারা সাজিয়েছে’।

তার থেকে একথাও বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, ‘আমি ইলম অন্বেষণ করেছি, তারপর আমি আলেম থেকে ইলম হাছিল করেছি। কিন্তু যখন আমি আদব অন্বেষণ করেছি, তখন আমি আহলে আদবকে আদব শূন্য পেয়েছি’।

তিনি আরো বলেন, ‘যখন আমার নিকট এমন কারো কথা বলা হতো যে, তিনি আগের ও পরের সকলের জ্ঞান অর্জন করে ফেলেছেন (কিন্তু আদবশূন্য), তাহলে তার সাথে সাক্ষাত না পাওয়াতে আমার কোনো আফসোস হতো না। পক্ষান্তরে আমি যখন এমন কোনো লোকের কথা শুনেছি যার রয়েছে শিষ্টাচার, তখন আমি তার সাথে সাক্ষাতের আকাঙ্খা করতাম এবং তার সাক্ষাত লাভ না হওয়ায় আমি ব্যথিত হতাম’।[১]

ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, ‘ব্যক্তির শিষ্টাচার তার সৌভাগ্য ও সফলতার মূল। শিষ্টাচারের ঘাটতি তার দুর্ভাগ্য ও ধ্বংসের মূল। শিষ্টাচারের মাধ্যমে

---

[১] গিযাউল আলবাব লিস-সাফফারিনী, ১/৩৬-৩৭ পৃ.।

গুরুত্ব দিয়ে বিদ্যা অর্জন করতেন, ঠিক ততটুকু গুরুত্ব দিয়ে শিষ্টাচার শিখতেন’।

হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘কেউ যদি প্রকৃত মানুষ হতে চায়, তাহলে সে যেন শিষ্টাচার শেখার উদ্দেশ্যে দুই বছরের জন্য বের হয়ে যায়। তারপর আবার দুই বছরের জন্য বের হয়ে যায়’।[৩]

খত্বীব আল বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, হে জ্ঞানপিপাসু! জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে আমি নিয়্যত বিশুদ্ধ করার পরামর্শ দিচ্ছি এবং জ্ঞান অনুযায়ী আমল করার উপদেশ দিচ্ছি। কেননা, ইলম হলো একটি বৃক্ষ এবং আমল হলো তার ফল স্বরূপ। ঐ ব্যক্তিকে আলেম বলা যায় না, যে ইলম অনুযায়ী আমল করে না। ইলম হলো জনক, আর আমল হলো ভূমিষ্ট সন্তান। ইলমের সম্পর্ক আমলের সাথে এবং বলার সম্পর্ক জানার সাথে। অতএব, আমল নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ো না, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি জ্ঞানের প্রতি বিতৃষ্ণা প্রদর্শন করছো এবং জ্ঞান নিয়ে সন্তুষ্ট থেকো না, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমল কম করছো। তাই উভয়টার মধ্যে সমন্বয় করে চলো- যদিও তোমার এর দুটি অংশই কম রয়েছে। ঐ আলেমের চেয়ে দুর্বল কিছু নেই, যার চাল-চলন খারাপ হওয়ার কারণে মানুষ তার থেকে বিদ্যা গ্রহণ করাকে বর্জন করেছে এবং ঐ মূর্খের চেয়ে দুর্বল কিছুই নেই, যার ইবাদত দেখে মানুষ তার মূর্খতাকে গ্রহণ করেছে। যদি আল্লাহর অনুগ্রহ হয়, তাহলে ইলম-আমল কম হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ শাস্তি থেকে মুক্তি দিবেন এবং বান্দার উপর নেয়ামত পূর্ণ করে দিবেন।

জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্য আমল করা। আর আমলের উদ্দেশ্য মুক্তি লাভ করা। তাই জ্ঞানের তুলনায় আমলের পরিমাণ যখন কম হবে, তখন সেই আলেমের জন্য তা বিপদের কারণ হবে। এমন জ্ঞান থেকে আমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই, যা নিজের বিপদের কারণ হয়, যা লাঞ্ছনা বয়ে আনে এবং আলেমের

---

৩. তাযকিরাতুস সামে‘ ওয়াল মুতাকাল্লিম ফী আদাবিল আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম, ১/৪ পৃ.।

গলার বেড়ী হয়। একজন মনীষী যথার্থই বলেছেন,

الْعِلْمُ خَادِمُ الْعَمَلِ، وَالْعَمَلُ غَايَةُ الْعِلْمِ، فَلَوْلَا الْعَمَلُ لَمْ يُطْلَبْ عِلْمٌ، وَلَوْلَا الْعِلْمُ لَمْ يُطْلَبُ عَمَلٌ، وَلَأَنْ أَدَعَ الْحَقَّ جَهْلًا بِهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَدَعَهُ زُهْدًا فِيْهِ.

‘ইলম হলো আমলের সেবক। আর আমল হলো জ্ঞানার্জনের চূড়ান্ত লক্ষ্য। যদি আমল না থাকে, তাহলে জ্ঞানার্জন করা অর্থহীন। আবার যদি ইলম না থাকে, তাহলে আমল করাও অর্থহীন। জানার পরও বিমুখ হয়ে হক বর্জন করার চেয়ে অজ্ঞতার কারণে হক বর্জন করা আমার নিকট অধিক প্রিয়’।

তিনি আরো বলেন, ‘পৃথিবীতে সালাফগণ উচ্চ মর্যাদা অর্জন করেছেন একমাত্র তাদের আকীদার শুদ্ধি, সৎকর্ম এবং আকর্ষণীয় লোভনীয় দুনিয়ার প্রতি অনাগ্রহের মাধ্যমে। জ্ঞানীগণ সফলতার উচ্চ শিখরে পৌঁছেছেন তাদের কঠোর পরিশ্রম, অল্পে তুষ্টি, প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ ভিক্ষুক ও বঞ্চিতদের মাঝে দান করার মাধ্যমে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের কিতাব সংগ্রহকারী আর সোনা-রূপা সংগ্রহকারী কি কখনো সমান হতে পারে? বই প্রেমিক আর স্বর্ণ-রৌপ্য প্রেমিক কি কখনও সমান হতে পারে? বই অনুরাগী আর স্বর্ণ-রৌপ্য সঞ্চয়কারী কি কখনও সমান হতে পারে? সম্পদ যেভাবে আল্লাহর পথে খরচ করা ব্যতীত কোনো কাজে আসে না, তেমনিভাবে জ্ঞান কোনো কাজে আসবে না জ্ঞানের চাহিদা অনুযায়ী আমল করা ব্যতীত। অতএব মানুষ যেন নিজের প্রতি যত্নশীল হয়, সময়কে গনীমত মনে করে। কেননা, দুনিয়ায় অবস্থান ক্ষণিকের, আর মৃত্যু সন্নিকটে, রাস্তা বড় বিপজ্জনক, ধোঁকায় পড়ার সম্ভাবনা প্রবল, বিপদ অনেক বড়, সমালোচক সামালোচনার দৃষ্টিতে দেখছে, আল্লাহ অপেক্ষায় আছেন, তার নিকটেই প্রত্যাবর্তনস্থল। তিনি বলেন, ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ - وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ ‘যে ব্যক্তি বিন্দু পরিমাণ ভালো কাজ করবে সে তা দেখতে পাবে। আর যে বিন্দু পরিমাণ খারাপ কাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে’ *(যিলযাল, ৯৯/৭-৮)*।[৪]

---

[৪] ইকতিযাউল ইলম আলাল আমাল লিল খত্বীব আল বাগদাদী, ১৬ পৃ.।

ইবনু আব্দিল বার্র রাহিমাহুল্লাহ বলেন, কবি বলেছেন,

“পরবর্তীদের জন্য মানুষ যা কিছু রেখে যায় উত্তরাধিকার
সর্বোত্তম তার মাঝে সুখ্যাতি ও শিষ্টাচার
টাকা-পয়সা অপেক্ষা উত্তম তা সুখে-দুঃখে সর্বদায়
কেননা টাকা-পয়সা একদিন হয়ে যাবে লয়
কিন্তু দ্বীন-আদব কিয়ামত পর্যন্ত রয়ে যায়
বৎস আমার! ভদ্রতা শেখো ছোটকালে
বড়দের মাঝে গণ্য হবে তাহলে।”

কোনো মুসলিমের মধ্যে যদি আদবের সাথে খাঁটি নিয়্যত ও সদিচ্ছা যুক্ত হয়, তাহলে সকল কল্যাণ সে প্রাপ্ত হবে এবং এ ব্যাপারে তাকে যে অনুসরণ করবে, তার নেকী পেয়েও সে ধন্য হবে।

ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ ইলম ও ইলমের ধারক-বাহকের মর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে একটি হাদীছ উল্লেখ করেন, যা ইমাম তিরমিযী ও অন্যান্য ইমাম বর্ণনা করেছেন, যা আমর ইবনুল হারেছ-এর কপিতে রয়েছে। আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বর্ণনা করেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘কোনো মুমিন কোনো কল্যাণের কথা শুনে পরিতৃপ্ত হতে পারে না, যতক্ষণ না তার চূড়ান্ত লক্ষ্য জান্নাত হয়’। ইমাম তিরমিযী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, হাদীছটি ‘হাসান-গরীব’।

এজন্য বড় বড় ইমামদের কাউকে যখন জিজ্ঞাসা করা হতো, কতদিন পর্যন্ত ইলম অর্জন করবেন?। উত্তরে তারা বলতেন, মৃত্যু পর্যন্ত। নু‘আইম ইবনু হাম্মাদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ-কে বলতে শুনেছি, তিনি অধিকহারে হাদীছ নিয়ে অধ্যয়ন করার কারণে লোকেরা তার ভুল ধরে বলতেন, আপনি কতদিন পর্যন্ত হাদীছ শ্রবণ করতে থাকবেন? তিনি বলতেন, মৃত্যু পর্যন্ত।[৫]

---

[৫] মিফতাহু দারিস-সা‘আদা, ১/২৮১ পৃ. ‘দারু ইবনু আফফান’।

আবূ আব্দিল্লাহ। তিনি বলেন, আমার নিকট বর্ণনা করেছেন আলী ইবনু মুহাম্মাদ আল মারওয়াযী। তিনি বলেন, আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেছেন, আবূ বকর মুহাম্মাদ ইবনু সুলায়মান। তিনি বলেন, আমি আবূ আছেমকে বলতে শুনেছি, আমি সুফিয়ানকে বলতে শুনলাম, তার ইলমের মজলিসে এক জ্ঞানী যুবক উপস্থিত হলো, সে মজলিসে সভাপতিত্ব করছিল, কথা বলছিল এবং তার চেয়ে বড়দের উপর ইলম নিয়ে অহংকার করছিল। সুফিয়ান এতে রাগান্বিত হয়ে যান এবং বলেন, ‘আমাদের পূর্বসূরীরা এরকম ছিলেন না, তারা নিজেদের ইমাম দাবি করতেন না, ৩০ বছর এ ইলম না অর্জন করা পর্যন্ত সম্মুখে বসতেন না। অথচ তুমি তোমার চেয়ে বয়সে বড়দের উপর বড়াই করছ। উঠো, আমার সামনে থেকে চলে যাও, আমি যেন আমার মজলিসের ধারে-কাছে তোমাকে দেখতে না পাই’।

আবূ তাহের আস-সিলাফী রাহিমাহুল্লাহ বাগদাদের শায়খদের সম্পর্কে বলেন, ‘হাফেয আবূ যুর‘আহ রাযী ও একদল হাদীছের হাফেয ইলমের মুযাকারা করার জন্য মসজিদে একত্র হলেন। তখন জনৈক যুবক মসজিদে প্রবেশ করল তার হিফযের কথা বলতে বলতে তথা নিজেকে বড় মনে করে তার এত এত হাদীছ মুখস্থ আছে- এমন কথা বলতে বলতে। তারপর লোকদের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে মানুষের মাঝে বসল। তখন আবূ যুর‘আহ আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, বৎস! আগে ভদ্রতা শেখো, তারপর ইলম অর্জন করো। কেননা, আত্মা অসভ্য আচরণে কষ্ট পায়, যেভাবে শরীর কষ্ট পায়’।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে উত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন আল আজুর্রী রাহিমাহুল্লাহ -এর জীবনী

নাম ও বংশ:

তার নাম হলো, আবূ বকর মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন ইবনে আব্দুল্লাহ আল আজুর্রী আল বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহ । তিনি ২৬৪ হিজরীতে বাগদাদের আল আজুর্র শহরে জন্মগ্রহণ করেন। আল আজুর্র হলো বাগদাদের একটি শহরের নাম। এই শহরের দিকেই তাকে সম্পৃক্ত করা হয়। এই শহরে একাধিক আলেমের বসবাস ছিলো। কিন্তু এখন এই শহরটি আর নেই।

শৈশব:

ছোটবেলা থেকেই তিনি বিনয়, নম্রতা, গাম্ভীর্যকে আবশ্যক করে নেন। আর তিনি যুহদ তথা দুনিয়াবিমুখতা ও ইবাদতের ক্ষেত্রে সালাফগণের রাস্তার অনুসরণ করেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি পড়াশোনাতে মনোযোগ দেন এবং অল্প সময়েই তিনি উচ্চ সনদ সমৃদ্ধ অনেক হাদীছ অর্জন করতে সক্ষম হন।

তার শিক্ষকগণ:

তিনি অনেক শায়খের কাছ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তাদের মধ্যে চারজন হলেন মক্কার, আর বাকী শায়খগণ হলেন বাগদাদের। তার বেশিরভাগ বর্ণনা আবূ বকর জাফর ইবনু মুহাম্মাদ আর ফিরইয়াবী রাহিমাহুল্লাহ থেকে, তারপর আবূ বকর আব্দুল্লাহ ইবনু আবী দাঊদ আস-সিজিস্তানী থেকে, তারপর আবু বকর আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল হামীদ আল ওয়াসিতী রাহিমাহুল্লাহ থেকে। এছাড়াও তিনি হাদীছ বর্ণনা করেছেন আবূ মুসলিম আল কাজ্জী বা আল কাশশী ইবরাহীম ইবনু আব্দিল্লাহ থেকে এবং আহমাদ ইবনু উমার ইবনে মূসা ইবনে যানজাওয়াইহ রাহিমাহুল্লাহ থেকে। এছাড়া আরো অনেকের থেকে তিনি হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

তার ছাত্রগণ:

১. আবূ নুআইম আহমাদ ইবনু আব্দিল্লাহ, 'হিলইয়াতুল আওলিয়া'র লেখক।

২. মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন ইবনে মুফাযযাল আল কাত্তান।